আজকাল
বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৮২ সোমবার ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ ১৫ জুন ২০০৯ কলকাতা

পদক্ষেপ

'পদক্ষেপ'। বিদেশে থাকা একঝাঁক মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সংগঠন। যাঁরা এক দিন বড় হয়ে উঠেছে এই বাংলায়। মেধার জোরে এখন বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে চালাচ্ছে পড়াশোনা, গবেষণা। একজোট হয়ে এঁরা নেমেছে বাংলার কোণে কোণে থাকা অভাবী মেধাবীদের সাহায্যে। তুহিন মাইতি, অর্ণব রুদ্র, ইরিনা দেবনাথ, কৌশিক পাল, দেবাংশু চৌধুরি— প্রত্যেকেই আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টার গবেষক। এঁদের সঙ্গে রয়েছেন ওকলাহামার বার্টেলভিল টেকনোলজি সেন্টারের দেবাংশু গুহ। নিজেরা উচ্চশিক্ষার চমৎকার সুযোগ পেয়েছেন। এঁরা সকলেই চান বাংলার যে-সব মেধাবী অর্থের অভাবে উচ্চশিক্ষার জগতে পৌঁছতে পারে না তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। তৈরি করেছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'পদক্ষেপ'। পদক্ষেপ-এর আবেদন, অভাবী-মেধাবীদের জন্য সবাই এগিয়ে আসুন।

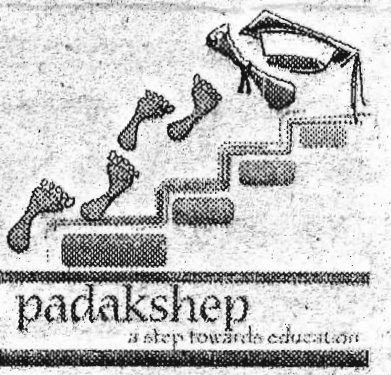

কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর থেকে একযোগে প্রকাশিত

গণশক্তি

৪৩বর্ষ, ১৫৪তম সংখ্যা ■ দুর্গাপুর, ৬ই জুন, ২০০৯, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬, শনিবার ■ ৩ টাকা ৫০ পয়সা ■

মেধাবী সুজনের পাশে প্রবাসী 'পদক্ষেপ'

নিজস্ব সংবাদদাতা : কালনা, ৫ই জুন— দুস্থ ঘরের মেধাবী ছাত্র সুজন হাওলাদারের ভবিষ্যৎ পঠন-পাঠনের সাহায্যে প্রবাসী বাঙালীদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'পদক্ষেপ' এগিয়ে এলো। আমেরিকার এই সংস্থাটি আগামী দুই বছর সুমনের পড়াশোনার আর্থিক দায় বহন করবে।

কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির অষ্টগড়িয়া গ্রামের সুজন চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮১ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। সোন্দলপুর বৃন্দাদেবী বিদ্যামন্দিরের ছাত্রটির এই কৃতিত্বের খবর গণশক্তিতে প্রকাশিত হয়। 'পদক্ষেপের' অন্যতম কর্ণাধার তুহিন মাইতি গণশক্তির দপ্তরে ফোন করে জানান, তাঁদের সংস্থা সুজনকে সাহায্য করতে চায়। এরপরে গণশক্তির কালনার সংবাদদাতার সাহায্যে 'পদক্ষেপের' সঙ্গে সুজনের সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। তুহিন মাইতি জানান, এবার সুজন মাইতি ছাড়া বাঁকুড়া ও শিলিগুড়ির দুই মেধাবী পড়ুয়াকেও সাহায্য করেছে পদক্ষেপ।